Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জাঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

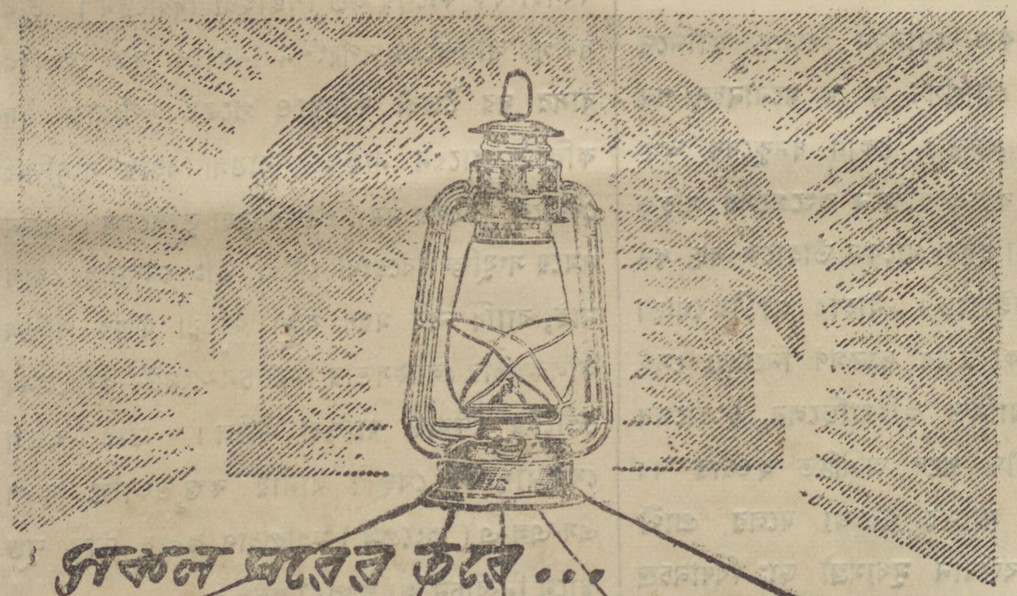

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে বৈশাখ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 9th May. 1956 | ৫০শ সংখ্যা

C. P. Service

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে "বসন্ত চিকিৎসা" মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

কার দোষে ভারতীয় কংগ্রেসের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ? সেই দিন আর এই দিন !

—০—

পরাধীন ভারতের বাংলা প্রদেশে লোকে জানিত —কংগ্রেস যদি একটা লাঠি বা ছাতার গলায় মনোনয়ন পত্র ঝুলাইয়া দেয়, তবে লোক তাহাকেই ভোট দিবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী রাজা মহারাজার নির্ব্বাচিত হওয়া দুষ্কর ছিল। কত রাজা, কত জমিদার কংগ্রেসের মনোনয়ন পাইবার জন্য লালায়িত হইত। তবে নির্ব্বাচনের সময়ে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে একটা বিপরীত ভাব দেখা যাইত। চিরদিন দীন দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর দ্বারস্থ হয়, কিন্তু নির্ব্বাচনের সময় ধনী ও বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিকেও দীনের দ্বারস্থ হইতে দেখা যায়। নির্ব্বাচনে প্রার্থিগণের কংগ্রেস-ভীতি ও এই বিপরীত রীতি দেখিয়া আমরা বহুদিন পূর্ব্বে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছন্দানুকরণে একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা দ্বারা কংগ্রেসের নিকট বিপক্ষের পরাজয়-শঙ্কার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

নির্ব্বাচনে বিপরীত রীত

নৃপ-নন্দন কঙ্গ-রসে রসিয়া,
পরিধান ধুতি খদ্দর কষিয়া,
দ্বিজ-নন্দন চন্দন-পুষ্প করে,
অতি হীন জনে ধরি তুষ্ট করে।
যিনি বিপ্রকুলোদ্ভব বর্ণগুরু—
এক ভোট-তরে ধরে শূদ্র-উরু
ধরি বিপ্র-পদে নত শূদ্র কহে—
কুর, কী কর হে!
নতজানু হ'য়ে মম জানু ধরি,
তব সূত্র শিখা অপমান করি—
ইহকাল তরে পরকাল দিলে,
হীরক ফেলি ছিঃ কাচ নিলে!
কত অট্টালিকাবাসী পাট্টাধারী
চলে বিদ্বান্ উদ্যান পাল-বাড়ী!
কত শিক্ষাভিমানীরা ভিক্ষা করে
চলে লক্ষপতি দীনে লক্ষ্য ক'রে।
যিনি তস্কর-দলপতি দৈত্য গুরু
তিনি বাক্য দানে আজি কল্পতরু!
ঠেলি নর্দ্দমা-কর্দ্দম অর্দ্ধ রাতে
কত মর্দ্দ জনে চলে ফর্দ্দ হাতে।
ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে যারে ত্যানা কহে—
বলে তেনু কাকা বাড়ীতে আছ হে!
(আজি) কোন্ দলে কোন্ দলে কোন্দল হে!
অহিংস দলে শুনি হিংস নহে।
(তব) কঙ্গরসে দেখি ভঙ্গরণে
সদা শঙ্কিত কেন যে বিপক্ষগণে।

কংগ্রেস কাহাকেও মনোনয়ন দিয়াছে জানিতে পারিলে, বিপক্ষ প্রার্থিগণ স্ব স্ব মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়া লইত। কোন ধনকুবের অর্থশালী ব্যক্তি যদিও কালে কস্মিনে কংগ্রেসের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া থাকেন তাঁহাকে বহু ধন উজার করিতে হইয়াছে। যাঁহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া স্কুল কলেজের ছাত্রগণ নিজেরা সেই গাড়ী টানিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, ইংরাজের অধীনে বাংলার মন্ত্রীত্ব পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ্য দলের প্রার্থী আমাদের বাংলার বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (তখন চিকিৎসা জগতেই নামকরা) সহিত তাঁহার (সুরেন্দ্রনাথের) বাসভূমি ব্যারাকপুর অঞ্চলে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইতে হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতেও গত সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাংলার সাতটি মন্ত্রী স্ব স্ব কর্ম্মদোষদুষ্ট হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেও অধিকাংশ কেন্দ্রেই কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হইয়া আইন সভায় কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য বজায় থাকিয়াছিল।

বর্ত্তমানে সেই যে সংখ্যাধিক্য যেন বিষক্রিয়া করিয়া প্রদেশে জনসাধারণের মনে দারুণ অসন্তোষের বীজ বপন করিয়াছে। কংগ্রেস শাসনের খামখেয়ালী সাধারণের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কংগ্রেসী নেতারা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কার্য্যকর্ত্তারা কেমন করিয়া তাহাদের (পূর্ব্ব নেতৃবৃন্দের) সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন তাহারই ছল ছুতার অন্বেষণে ব্যস্ত। গণতন্ত্রের অবমাননা করা ইঁহাদের মজ্জাগত ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। ফলে ইহারা সকলের মনের বাহিরে গিয়াছেন। বহুজনের সুবিধা নষ্ট করিয়া অন্যায় জিদ বাহাল রাখার জন্য ইস্লামনিন্দিত এজিদ রাজার সমকক্ষ হইতে আর বেশী দেরী নাই।

গণতন্ত্র উড়াইয়া না দিলে রাষ্ট্রপতিরও এক ভোট সামান্য মুদ্দফরাসেরও এক ভোট। নির্ব্বাচনের নাম শুনিলেই কর্ত্তাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। যে বিধানচন্দ্র দর্প করিয়া বলেন—বিধানচন্দ্র রায় কাহাকেও ভয় করে না। তিনি সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত এমন কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন বৎসরাধিক কালের জন্য পিছাইয়া দিয়াছেন। চাঁদ সদাগর লখিন্দরের সর্পদংশন নিবারণ জন্য লোহার বাসর ঘর তৈরী করিয়াও পুত্রের সর্পাঘাত রদ করিতে পারেন নাই। বাঙলা বিহার সংযুক্তির খেয়ালে সকলের মন তিক্ত করিয়া তুলিলেন। এমন সময়ে সংযুক্তি বিরোধী নেতা ডাঃ মেঘনাদ রোগ নাই, ব্যাধি নাই মরণ বরণ করিয়া উত্তর পশ্চিম কলিকাতায় লোকসভার নির্ব্বাচন সংঘটন করিলেন। ভোটের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। তার আগে মেদিনীপুরের খেজুরী থানায় কস্তুভকান্তি করণ এম-এল-এ (কংগ্রেস) মহাপ্রয়াণ করায় তাঁর শূন্য স্থানে নির্ব্বাচন অবশ্যম্ভাবী হইল।

এই সব নির্ব্বাচনের ফল কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের জনপ্রিয়তা নির্ণয় করিবার থারমোমিটার (উত্তাপ দেখা যন্ত্র)। নির্ব্বাচনের ফল বাহির হইল—কংগ্রেসপ্রার্থী অপেক্ষা অকংগ্রেসী ২০০০০ কুড়ি হাজার ভোট বেশী পাইয়াছে। কাঁপিয়া উঠিল উত্তর পশ্চিম কলিকাতার কংগ্রেসপ্রার্থী তরুণ বয়স্ক কৃতী ব্যারিষ্টার শ্রীঅশোককুমার সেনের অন্তরাত্মা। তাঁহার প্রতিযোগী বাংলা বিহার সংযুক্তি বিরোধী ও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন কমিটির

সেক্রেটারী স্বর্গতঃ ডাঃ মেঘনাদের দক্ষিণ হস্ত শ্রীমোহিতকুমার মৈত্র। নির্ব্বাচনের ফল বাহির হইল। অকংগ্রেসী শ্রীমৈত্র কংগ্রেসী শ্রসেন অপেক্ষা ৩৩০০০ হাজারের বেশী ভোট পাইয়া জয়ী হইয়াছেন। যিনি ভাঙেন তো নোয়ান না এমন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র এই জনমতের জয়ের নিকট নতি স্বীকার করিয়া বাঙলা বিহার সংযুক্তির পণ প্রত্যাহার করিলেন।

অন্য পক্ষে সংযুক্তি বিরোধী ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন কমিটি কর্ত্তৃক কলিকাতায় সংযুক্তি বিরোধী যে আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল তাহার অবসান হয়। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি কিন্তু ঠিকই থাকিল।

ধলভূমের মুক্তি পরিষদের উদ্যোগে দেড় শত সত্যাগ্রহী পদব্রজে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। হাজরা পার্কে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুরীর সভাপতিত্বে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীকিশোরীমোহন উপাধ্যায় তাঁহাদের নেতৃত্ব করেন। মানভূম হইতে লোকসেবক সঙ্ঘের সহস্র সত্যাগ্রহী মানভূম-কেশরী স্বনামধন্য শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পদব্রজে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় সত্যাগ্রহ করিবার জন্য উপস্থিত হন। তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও পুত্র শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র ঘোষও এই সত্যাগ্রহীদলের সঙ্গে ছিলেন। গত সোমবার কলিকাতা নগরীর অধিবাসীবর্গের জয়ধ্বনির মধ্যে ৯৬৫ জন সত্যাগ্রহী ডালহৌসী স্কোয়ারে আইন অমান্য করিয়া জেল হাজতে প্রেরিত হইয়াছেন। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন দাবি পূর্ণ না হইলে এ আগুন নিভিবে না। জানি না কত দিনে ভারতের গৌরবান্বিত কংগ্রেস তাহার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পঞ্চনবতিতম জন্মদিনে আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী ও তাঁহার একান্ত সচিব মহোদয়দ্বয়ের মোটর দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে লোকান্তর গমনে আমরা তাঁহাদের শোকাতুর স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন ও পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

সাধু হইতে সাবধান

শরীরকে সাধুর মত সাজাইয়া কত চোর ও প্রবঞ্চক তাহাদের ব্যবসায় চালাইতেছে। সম্প্রতি বারুইপুর থানার এলাকায় এক সাধুবেশী প্রবঞ্চক আসিয়া গৃহকর্ত্রীকে বলে যে তোমার স্বামীর মৃত্যুযোগ উপস্থিত। তাহা নিবারণ হয় যদি একটি প্রক্রিয়া করিতে পার। এই বলিয়া সে পতিপ্রাণা রমণীর মনে ভীতির সঞ্চার করে। সাধুর কথামত তিনি একটি ঘট, শাঁখা, হরিতকী, কড়ি ও তিন ভরির সোনার হার গৃহের পিছনে পুকুরের এক কোণে রাখিয়া আসেন। সাধুর কথামত তিনি তিন দিন পর খুলিয়া সোনার হার ব্যতীত আর সব জিনিস পাইলেন। এখন উপায় পুলিস-আশ্রয়।

একটি প্রবাদ আছে—

(১) রঙ্ তামাসা (২) পিতল কাঁসা (৩) ধর্ম্মভাষা (৪) কোপনী-কষা। রঙ্ তামাসা—যাত্রাওয়ালা, খেমটাওয়ালী ইত্যাদি। পিতল কাঁসা - যারা পুরাতন বাসন নিয়ে নূতন বদল দেয়। ধর্ম্মভাষা—রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি পাঠক। কোপনী-কষা—এই সব সাধু। এদের বিশ্বাস করা ঠকিবার জন্য।

বিজ্ঞাপন

আমি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষালের নামে একখানা আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার স্বার্থের প্রভূত হানি হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে উক্ত আমমোক্তারনামা আমি নাকচ, রদ ও বাতিল করিলাম। শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষাল আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে বা আমার পক্ষে কোন কার্য্য করিতে পারিবে না ও তাহার কোন কার্য্য দ্বারা আমি বাধ্য হইব না। ১৯।৩।৫৬

শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষাল।

মিটেছে ভোটের সখ!

পানী পিও ঢক্ ঢক্।

শুশ্রূষার ঠেলা

ভোট বিজয়ী বীরের বাড়ী খেয়ে এলেন মিষ্টি
পরাজিতের দুঃখে পুনঃ পড়লো দাদুর দৃষ্টি।
এর দুখেতে মূর্চ্ছা হ'য়ে ...
বরাত্তেন এরা ...

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

[সি]. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডে কর্তৃক
[...] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।